অতিব জরুরী
ফ্যাক্স মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
অডিট অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.motj.gov.bd

নং-২৪.০০.০০০০.১১৩.০৯.০৪২.১৬. ৪০৮ তারিখ: ১৭.১০.২০১৬ খ্রি.

বিষয়: দশম জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির গত ১৭.০৮.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৫তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: (১) ১১.০০.০০০০.৭০২.০৭.০০৩.১৪-৭৫৯, তারিখ: ১৬.১০.২০১৬ খ্রি:
(২) ২৪.০০.০০০০.১০৯.০৯.০৩৫.১৫-২৬৩, তারিখ: ১৭.১০.২০১৬ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে দশম জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির গত ১৭.০৮.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী ও ছকপত্র এসাথে প্রেরণ করা হলো। কমিটির সিদ্ধান্ত ও সংযুক্ত ছকপত্রের আলোকে তথ্যাদি ১৮.১০.২০১৬ তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে **(নিকোস ফন্টে সফট ও হার্ড কপি)** বিনা ব্যর্থতায় প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ০৫ পাতা।

১৭/১০/২০১৬

(মো: রমজান আলী)
যুগ্ম-সচিব
ফোন: ৯৫৫৬৫৬৬
ফ্যাক্স: ৯৫৭৩৮০৭
audit@motj.gov.bd

বিতরণ:

১. চেয়ারম্যান, বিজেএমসি/বিটিএমসি/বাতাঁবো/বিজেসি, মতিঝিল/কাওরান বাজার, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক,বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
৪. পরিচালক, বস্ত্র পরিদপ্তর, ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫. পরিচালক, বিএসআরটিআই, রাজশাহী।
৬. উপ-প্রশাসক, আদমজী সন্স, মতিঝিল,বা/এ, ঢাকা

অনুলিপি:

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের একান্ত ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সহকারী প্রোগ্রামার, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, (বিষয়টি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)ঢাকা।

অতি জরুরী
বিশেষ বাহক মারফত

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-২

০১ কার্তিক,১৪২৩ ব:
নং-১১.০০.০০০০.৭০২.০৭.০০৩.১৪. ৭৫৩ তারিখ : -------------------
১৬-১০-২০১৬ খ্রি.

বিষয়: দশম জাতীয় সংসদের "সরকারী প্রতিষ্ঠান" কমিটির গত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৫তম বৈঠকের অনুসারে তথ্য প্রেরণ সংক্রান্ত।

'সরকারী প্রতিষ্ঠান' কমিটির ২৫তম বৈঠকের ৪নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি কর্তৃক বিবেচিত আপনার মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমান এবং পদক্ষেপের বিবরণ (নির্ধারিত ছক মোতাবেক কপি সংযুক্ত) সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে আগামী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কমিটি শাখা-২ এ প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো (সংযুক্ত ২৪তম বৈঠকের কার্যবিবরণী)।

Raihana
১৬-১০-১৬
(রায়হানা ইয়াসমিন)
কমিটি অফিসার
ফোন: ৯১২৫৩৭৯ (অ:)

সিনিয়র সচিব/সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

প্রাপ্তির তারিখঃ ১৭/১০/১৬
সময়ঃ ০২:৫০
ডায়েরী নম্বরঃ ৪৩৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
www.motj.gov.bd

নং-২৪.০০.০০০০.১০৯.০৯.০৩৫.১৫-২৬৩ তারিখঃ ১৭-১০-২০১৬ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. যুগ্মসচিব (অডিট), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
এতদসংগে দশম জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির গত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৫ তম বৈঠকের কার্যবিবরণী ও ছকপত্র মোট ৭ পৃষ্ঠা প্রেরণ করা হলো। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত চাহিদাকৃত তথ্য ১৮/১০/২০১৬ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
০২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭/১০/১৬
(প্রদীপ কুমার সাহা)
উপসচিব

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

কমিটি শাখা-২

বিষয় : 'সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি'র ২৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী।

তারিখ : ১৭-০৮-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ (০২ ভাদ্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ)।

সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা।

স্থান : জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম ব্লকের ২য় লেভেলে অবস্থিত কেবিনেট কক্ষ।

সভাপতি : জনাব শওকত আলী, এমপি, ২২২ শরীয়তপুর-২।

০১। কমিটির নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্যগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন:

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবী
১।	জনাব শওকত আলী	২২২ শরীয়তপুর-২	সভাপতি
২।	জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন	২০২ নরসিংদী-৪	সদস্য
৩।	জনাব মুহিবুর রহমান মানিক	২২৮ সুনামগঞ্জ-৫	সদস্য
৪।	জনাব মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়া	২৪৯ কুমিল্লা-১	সদস্য
৫।	জনাব আবদুর রউফ	৭৮ কুষ্টিয়া-৪	সদস্য
৬।	এডভোকেট নাভানা আক্তার	৩২৭ মহিলা আসন-২৭	সদস্য

২। বৈঠকে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল মান্নান, অঁতি:পরিচালক ড. ফেরদৌস জামান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মোঃ বেলায়েত হোসেন তালুকদার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, যুগ্ম-সচিব জনাব মসিউর রহমান, উপ-মহাব্যবস্থাপক, ইন্টারনাল অডিট এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেডের জনাব মোঃ আলী মোকাররম, উপ-মহাব্যবস্থাপক গোপালগঞ্জ ৩য় প্রকল্প জনাব বি,এম ইমাম হাসান, পরিচালক অপারেশন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী মোহাম্মদ হোসাইনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৩। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উপ-সচিব (এসএসসি) ও কমিটি সচিব জনাব কল্লোল কুমার চক্রবর্তী, কমিটি শাখা-২ এর কমিটি অফিসার বেগম রায়হানা ইয়াসমিন, উপ-পরিচালক (রিপোর্টিং) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক (গণসংযোগ-২) বেগম নীলুফার ইয়াসমিনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৪। মাননীয় সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকের কাজ আরম্ভ করেন।

৫। ২৪তম বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

৫.১। মাননীয় সভাপতি, কার্যবিবরণীতে সংশোধনী আছে কিনা জানতে চান। সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

৬। ২৪তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা:

৬.০১। মাননীয় সভাপতি, "বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের টাকা খোয়া যাওয়ার বিষয়ে Federal Reserve Bank (RBNY), Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) এসব প্রতিষ্ঠানের কার, কতটুকু সম্পৃক্ততা আছে, তার দায়-দায়িত্ব নিরুপণপূর্বক অবহিত করতে হবে"সে সর্ম্পকে অগ্রগতি জানার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গর্ভনর মহোদয়কে সংসদ সচিবালয় থেকে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং আগামী সভায় উপস্থিতি থাকার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

৬.০২। মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়া জানান যে, "ভবিষ্যতে যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের টাকা খোয়া যাওয়ার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তারজন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এই ঘটনার সাথে বাংলাদেশের কেউ জড়িত থাকলে, দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে" এ বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেটা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। এজন্য অবশ্যই আশু কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৬.০৩। মাননীয় সদস্য জনাব মুহিবুর রহমান মানিক, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ব্যাপারে ড. ফরাস উদ্দিন কমিটির রিপোর্ট মাননীয় সদস্যদের সরবরাহ করার প্রস্তাব করেন। আগামী সভায় ঐ রিপোর্টসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়কে উপস্থিত থাকার জন্য পত্র দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো দরকার।

৬.০৪। মাননীয় সভাপতি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি আরো বলেন, জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট উপস্থাপনের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম ও সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের বিরুদ্ধে জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা:

৭.০১। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল মান্নান বৈঠকে পেশকৃত কার্যপত্রের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে অবহিত করেন। তিনি জানান, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যুদ্ধাপরাধীর ছেলেরাও ইতোপূর্বে শিক্ষকতা করেছেন। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জঙ্গিবাদী কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে হিজবুত তাহরীর প্রচারণামূলক বই ছিল, যা পরবর্তীতে অপসারণ ও লাইব্রেরিয়ানকে বরখাস্ত করা হয়েছে। জঙ্গি তৎপরতা বন্ধ করার জন্য ২০১০-এর ধারা ৬(১০) বাস্তবায়ন, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য যাচাই, মনিটরিং সেল গঠন, মানববন্ধন ও র‍্যালি এবং আলোচনা সভার আয়োজন, অনুপস্থিতি শিক্ষার্থীদের সনাক্তকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.০২। মাননীয় সদস্য জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেন, জঙ্গিবাদ নির্মূলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যেসব পদক্ষেপ বা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, সেগুলো অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কিছু লোককে সামনে রেখে অনুমোদন নেয়া হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ, মালিক ও শিক্ষক মন্ডলীর অনেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না। ১৯৭৫-এর হৃদয়বিদারক ঘটনার পর স্বাধীনতাবিরোধীদের বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তারা রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত হয়েছে, মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছে এবং তাদের সন্তানরা এসব প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়ে শিক্ষার নামে একচেটিয়া ব্যবসা করে যাচ্ছে। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কার্যক্রম তদারকির পাশাপাশি তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান জানা দরকার।

৭.০৩। মাননীয় সদস্য জনাব মুহিবুর রহমান মানিক, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর চেয়ারম্যান মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। যেহেতু মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়, সেজন্য তাদের অবস্থা ও প্রকৃতি জানা সহজ নয়। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা/ অর্থলগ্নিকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ লোকদের ব্যবহার করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত কোনো ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে কিংবা জঙ্গিবাদের মদদপুষ্ট হয় তাহলে তাদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিলপূর্বক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন যে, শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নয়; স্বাধীনতার সূতিকাগার বলে বিবেচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসিসহ শিক্ষকদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী হওয়া সত্ত্বেও সম্প্রতি প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ম্যাগাজিনে জিয়াউর রহমানকে প্রথম রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। বিষয়টি জাতীয় সংসদের ফ্লোরেও আলোচনা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় তাঁর অক্ষমতার কথা বলেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে মন্ত্রণালয় অনেক সময় ব্যবস্থা নিতে পারে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তো নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নিতে পারে। সেজন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘাপটি মেরে থাকা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে চিহ্নিত করে তদস্থলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রগতিশীল শক্তির উন্মেষ ঘটানোর জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

৭.০৪। মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়া বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী এমন কেউ কি আছে, যাদেরকে দেখা যায়? এগুলো তো পলিটিক্যাল কথাবার্তা। বাস্তব কথা হচ্ছে, জিয়াউর রহমান প্রথমদিন নিজেকে "Head of the State" ঘোষণা করেছিলেন। এরপর "On behalf of our Great Leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman" add করেছেন। এটা আমার নিজের লেখা বইতেও আছে। এটা ইতিহাসের কথা। এটা নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই। জিয়াউর রহমান কোনোদিন এটা নিয়ে আপত্তি বা অভিযোগ করেননি।

৭.০৫। মাননীয় সদস্য জনাব মুহিবুর রহমান মানিক বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী না থাকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এ বছরের ম্যাগাজিনে "জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি" কীভাবে লিপিবদ্ধ হলো? ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সময়ে এটা নিয়েই রাজনীতি হয়েছে। ১৯৭১, ১৯৭৫ এবং সবশেষে গুলশান ও শোলাকিয়ার ঘটনা একইসূত্রে গাঁথা, যা স্বাধীনতাবিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘটেছে। এসব ঘটনা একই ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার অংশ এবং এগুলো বিচ্ছিন্নভাবে

দেখার কোনো অবকাশ নেই। এরাই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে ছাত্রলীগের সংগঠনে শিবির ঢুকে গেছে এবং আওয়ামী লীগে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী লোক মিশে গেছে। তিনি আরো বলেন, মাননীয় সভাপতি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট সহচর ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন ও গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। মাননীয় সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়া নিজেও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তিনি তাঁর বইতে ব্যক্তিগত মতামত লিখেছেন ঠিকই। কিন্তু দেশবাসী স্বাধীনতার ইতিহাস জানে। যেহেতু বিষয়টি আলোচ্যসূচিভুক্ত, সেহেতু আলোচনা করাও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক; এটি অপ্রাসঙ্গিক নয়। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর চেয়ারম্যান এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গি উত্থাপনের বিষয়ে কোনো অবজারভেশন থাকলে, মাননীয় সদস্যগণ পরামর্শ দিবেন এবং তার আলোকে কমিটি সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কাজেই, এক্ষেত্রে কোনো বিভ্রান্তি থাকতে পারে না।

৭.০৬। মাননীয় সদস্য জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেন, প্রকৃতঅর্থে ১৯৭৫ সালের পর স্বাধীনতাবিরোধীদের বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়া নিজেও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ঠিকই; একটা যুদ্ধে অংশ নিয়ে তিনি থেমে গেছেন। কিন্তু মাননীয় সভাপতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, শুধু তা-ই নয়; বরং ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে তাঁকে অনেকবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদও গঠন করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে দেশব্যাপী সেই সংগ্রামে গ্রামে গ্রামে বারবার শামিল হতে হয়েছে। সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ধারার প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে। সুতরাং, ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে এখানে আলোচনা করা এবং জাতিকে বিভ্রান্ত করার কোনো অবকাশ নেই।

৭.০৭। মাননীয় সভাপতি বলেন, বিষয়টি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানা গেছে এবং তা ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। সুতরাং বিষয়টা এখানে শেষ করা যায়, তবে দেশে বর্তমানে স্বাধীনতাবিরোধী লোক আছে এবং বর্তমানে তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে বিচারকার্য চলছে।

৭.০৮। মাননীয় সদস্য জনাব আবদুর রউফ বলেন, বৈঠকে প্রদত্ত কাগজে দেখা যায়, জঙ্গি কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭২ ছাত্র-শিক্ষক জড়িত। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে স্কুল লেভেল থেকে শিক্ষার্থীরা জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে। স্কুল-মাদ্রাসার অনেক শিক্ষক জঙ্গিবাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী, কেউ কেউ জঙ্গিকার্যক্রমের প্রশিক্ষণও নিচ্ছে এবং তারা ধর্ম বিশেষত নামাজ আদায় সম্পর্কে অপব্যাখ্যা ও উদ্ভট কথা বলছে। ন্যূনপক্ষে ১০ম শ্রেণী থেকে উচ্চতর পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে অন্তত ১০টি টিম গঠন করে বিষয়টি তদারকি ও পর্যবেক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা উচিত।

৭.০৯। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল মান্নান জানান, অন্তত ডজনখানেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যারা বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠনকালে আওয়ামী লীগ বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ব্যাক্তিকে প্রথমসারিতে রেখে বোর্ডটি গঠন করে। কিন্তু বোর্ডের ভিতরে থাকা ৩-৪ জন ব্যক্তিই শক্তিশালী মূখ্য ভূমিকা পালন করে এবং তারা নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে পরিচয় দেয়। বর্তমানে সংবাদপত্রের শিরোনাম হওয়া একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডে এমন তিনজন অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, ১৯৭১ সালে যাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এ

বছরেও কোনো জাতীয় দিবস পালিত হয়নি। প্রথমবারের মতো এবারই তারা ১৫ আগস্ট পালন করেছে। তিনি আরো জানান, উচ্চ শিক্ষা কমিশন গঠিত হলে তখন স্কুল-কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম আরো সুচারুরূপে তদারকি করা সম্ভব হবে।

৭.১০। মাননীয় সভাপতি বলেন, বিষয়টি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানা গেছে, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা নিয়ে গোলাগুলি পর্যন্ত হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। এ সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন চেয়ারম্যান জানান, শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়; একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে। সে সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিবেদন দাখিল করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের স্টে-অর্ডার নিয়ে যায়। এরফলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া যায় না। মাননীয় সভাপতি বলেন, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, তারজন্য প্রয়োজন হলে আইন সংশোধনপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭.১১। মাননীয় সদস্য এডভোকেট নাভানা আক্তার বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা চিত্তবিনোদনের যথেষ্ট ব্যবস্থা ও সুযোগ থাকে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল্ডিংসর্বস্ব। এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তিনি জানতে চান। এছাড়া, দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা যেসব শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে, তাদের দোষ কী? জবাবে বিমক চেয়ারম্যান জানান, এই বিশ্ববিদ্যালয় বৈধ থাকাকালীন যারা পাস করেছে, তারা বৈধ থাকবে। কিন্তু ২০০৬ সালে যখন প্রতিষ্ঠানটিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে তখন থেকে এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। তবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করার জন্য গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হবে।

৮। **এসেনসিয়েল ড্রাগস লিঃ-এর চলমান প্রকল্পসমূহ এবং অডিট আপত্তি সম্পর্কে আলোচনা:**

৮.০১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম বৈঠকে পেশকৃত কার্যপত্রের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান, ইডিসিএল সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। ৫৯৭ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়সম্বলিত গোপালগঞ্জ ইডিসিএল-এর তৃতীয় শাখা কারখানা স্থাপন প্রকল্পটি জুন ২০১৮ নাগাদ সমাপ্ত হবে। এছাড়া, ৯৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চলমান বগুড়া সেফালোস্পোরিন প্রকল্পটি জুন ২০১৭-এর মধ্যে বাণিজ্যকভাবে উৎপাদনে যেতে পারবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, সরকারি হাসপাতালসমূহে প্রায় ৭০ ভাগ ঔষধ ইডিসিএল থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে, অবশিষ্ট ৩০ ভাগ বেসরকারি পর্যায় থেকে সংগ্রহ করা হয়।

৮.০২। ইডিসিএল-এর কোম্পানী সচিব জনাব রতন কুমার জানান, পাঁচ বছরের অধিক (১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০০৯-১০) অনিষ্পন্ন ৬৬৯টি অডিট আপত্তির সাথে ২১৪ কোটি টাকা, মীমাংসিত ৫১টি আপত্তির সাথে ২২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা, আর অমীমাংসিত ৬১৮টি আপত্তির সাথে ১৯১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা জড়িত। বিগত পাঁচ বছরের (২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) ১৭১টি অডিট আপত্তির সাথে ৩২২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা, আর নিষ্পত্তিকৃতি ২টি আপত্তির বিপরীতে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৬৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা জড়িত।

৮.০৩। মাননীয় সভাপতি বলেন, শ্রেণীভিত্তিক অডিট আপত্তির ১৩টির ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি অনুসরণ না করা এবং ১৫৮টি আপত্তির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ না করার বিষয়টি বোধগম্য নয়। ৪ জুলাই ২০১৬ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত ১১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কাছে পাওনা দু-লাখ কোটি টাকার মধ্যে কোন্ প্রতিষ্ঠানের কাছে কত পাওনা, সে সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৮.০৪। মাননীয় সদস্য জনাব আবদুর রউফ বলেন, কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, অনুমোদন ছাড়া ইডিসিএল এর কর্মকর্তাদের বেতন প্রদানের কারণে ক্ষতি পাঁচ কোটি টাকা। ইডিসিএল-এর কোম্পানী সচিব জনাব রতন কুমার জানান, বিষয়টি সরকারী হিসাব সম্পর্কিত কমিটিতে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। অপরদিকে প্রকাশিত ভুল সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

৮.০৫। জুলাই ২০১৬ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত ১১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কাছে পাওনা দু-লাখ কোটি টাকার শিরনামের কথা উল্লেখ করে সভাপতি সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের কোন্ প্রতিষ্ঠানের কাছে কত পাওনা বা অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমান কমিটিকে অবহিত করতে বলেন মাননীয় সভাপতি বলেন, অডিট আপত্তি যাতে না হয় সেটাই কমিটি প্রত্যাশা করে। তদুপরি যদি কোনো অডিট আপত্তি এসে যায়, সেগুলোসহ দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যাদি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে যথাশীঘ্র সম্ভব দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯। **বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ব্যাপারে ড. ফরাস উদ্দিন কমিটির রিপোর্টসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়কে উপস্থিত থাকার জন্য পত্র দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে;

২. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক যাতে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য সতকর্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং কারো বিরুদ্ধে জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া গেলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে;

৩. ভবিষ্যতে যাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা নিয়ে স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গোলাগুলির ঘটনা না ঘটে, তারজন্য প্রয়োজনে বিদ্যমান আইন সংশোধনপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

৪. সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমান সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন এবং নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে সুপারিশ করা হয়;

৫. জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট উপস্থাপনের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে;

৬. ইডিসিএল-এর অডিট আপত্তিসমূহ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে যথাশীঘ্র সম্ভব দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০। মাননীয় সভাপতি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে দুপুর ১-০০টায় বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/
২৯/০৮/২০১৬খ্রি
(শওকত আলী)
সভাপতি

সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি

১। অডিট আপত্তি, নিষ্পত্তি ও এর সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ।

২। বিগত ৫ বছরের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	১ লক্ষ পর্যন্ত	১-৫ লক্ষ পর্যন্ত	৫-১৫ লক্ষ পর্যন্ত	১৫ লক্ষ এর উর্দ্ধে	অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
	মোট									

শ্রেণীভিত্তিক অডিট আপত্তির বিবরণী

ক্রমিক নং	আপত্তির কারণ	অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
৭.	ভাউচার নেই			
৮.	আর্থিক বিধি অনুসরণ করা হয় নাই			
৯.	অন্যান্য কারণ (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)			